তারিখ ... 18/4/78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

দৈনিক বাংলা

পাঠ্য বইয়ে জীবজন্তুর ডাক

আলোচনা

পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের জন্যে বহু কষ্টে জোগাড় করা 'আমার বই' (প্রথম ভাগ) হাতে নিয়ে নিছক কৌতূহল বশেই পাতা উল্টাচ্ছিলাম। একটি পাতায় এসে দৃষ্টি থমকে দাঁড়ালো। পাতাটি বাঘ, গরু, ঘোড়া, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি জীব-জন্তুর ছবিতে ভরা। কিন্তু আমার দৃষ্টি কোনো ছবিতে নয়, আকৃষ্ট হয়েছে ঐ পাতারই একেবারে নীচের দিকে কয়েকটি শব্দের ওপর। শব্দ ক'টি হলো, 'কে কেমন করে চলে ও কিভাবে ডাকে, অভিনয় করে দেখাও।' অর্থাৎ ঐ সমস্ত জীব-জন্তু কে কেমন করে চলে ও ডাকে, অভিনয় করে তা দেখাতে নির্দেশ করা হচ্ছে। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের রচিত ও সম্পাদিত এই বইতে (প্রথম শ্রেণীর) নিশ্চয় করে নতুন কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতি নতুন করে প্রণয়ন না করলে শিক্ষকরা ছাত্রদের পড়াতে নিশ্চয় খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন না। কারণ কে কিভাবে চলে ও ডাকে, এটা ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষকদেরকেও অনুরূপভাবে কুকুর কি ভাবে চলে ও ডাকে কুকুরের মত করে তা দেখাতে ও শুনাতে হবে। আর সব শিক্ষকের এ বিদ্যাটি আয়ত্ত আছে কি না; সেটাও ভেবে দেখবার মতো বিষয়। নাকি বোর্ড কর্তৃপক্ষ সকল প্রাথমিক শিক্ষকদের ঐ সব জীব-জন্তু কেমন করে চলে ও ডাকে তা রপ্ত করার জন্য বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবেন?

এদেশের ছাত্র সমাজ ও শিক্ষিত জনগণের অনেক দিনের পুরনো একটি দাবী হলো, ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। সম্ভবত তারই সূত্র ধরে শিক্ষা বোর্ড প্রাথমিক পর্যায়ে (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) কিছু পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু সে পরিবর্তন এমনি পরিবর্তন যে প্রথমে বই সংগ্রহ করতে অভিভাবকদের যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বই হাতে নিয়ে ক্লাসে শিক্ষকদের চোখ চড়ক গাছ। একজন প্রবীণ শিক্ষক নাকি এ অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দেয়ার কথাও ভাবছেন—কেন না, কুকুর কি ভাবে চলে ও ডাকে অভিনয় করে তা দেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আর এটা সত্যিই সবার পক্ষে সম্ভব? সবাই কি আর বাঘের ডাক শুনেছেন, না ডাকতে পারেন?

শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের খামখেয়ালীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কচিমনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। শিশুদের মন গঠনে শৈশবের অর্থাৎ তার জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাই সবচেয়ে বেশী কার্যকরী। এখন সেই শিক্ষাও যদি প্রথম শ্রেণীর 'আমার বই'য়ের (প্রথম ভাগ) জীব-জন্তুদের চলা, ডাকা শিখবার মতো হয়, তাহলে অভিভবাকদের খুবই চিন্তার কথা।

শিক্ষাব্যবস্থা বা প্রদান পদ্ধতি পরিবর্তনের যদি এতই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো তাহলে পঞ্চম শ্রেণীর 'সবুজ সাথী' বইয়ের 'গ্যাসের আলোর জন্মকথা', 'এভারেস্ট বিজয়', ইত্যাদি কাহিনী বা গল্প যাই হোক একই শ্রেণীর 'বিজ্ঞান শিক্ষা' গ্রন্থভুক্ত করা যেত না কি? আর ঐ সমস্ত গল্প বা কাহিনী কি বিজ্ঞান-ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত নয়? এ ছাড়াও তুর্কীবীর কামাল পাশার জীবনী নিশ্চয় একই শ্রেণীর 'সমাজ বিজ্ঞান' গ্রন্থের ইতিহাস অংশে স্থান পেতে পারে। আর ঐ সকল কাহিনীর জায়গায় স্বদেশপ্রেমবোধ, আত্মসচেতনতা, উন্নত উদার মনোভাব গঠনে সহায়ক এমন বিষয়-বস্তু নির্ভর ছোট ছোট সরস নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করলে 'শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রদান পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে'র মতো বৈপ্লাবিক কিছু করার প্রয়োজন পড়তো না নিশ্চয়। যদিও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে এবং যত শিঘ্র তা সম্ভব। কিন্তু কাজটি মোটেও সহজসাধ্য নয়। অথচ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীনেই আমাদের নাগরিকদের শিশুকাল থেকেই অর্থাৎ প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে তারা যে শিক্ষা লাভ করছে তার বিষয়সূচীতে সামান্য রদবদল করে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই একই ব্যবস্থা শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করা সম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষাসূচীতে স্বদেশপ্রেম, আত্মসচেতনতা, অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ছোট ছোট নিবন্ধ গল্পাকারে যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে তা আমাদের শিশুদের আদর্শবান, সচেতন নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বদেশকে চেনার, ভালোবাসার মতো মানসিকতার জন্মের কোনো সুযোগ ছিল না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও পুরনো শিক্ষাব্যবস্থার জের টেনে চলেছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে যে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। এর জন্যে প্রয়োজন আমাদের আজকের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আগেই বলেছি কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। কিন্তু পাঠ্যসূচীতে রদবদল খুব একটা কঠিন কাজও নয়। আম, কলা, কলস ইত্যাদির বানান শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ঐ সমস্ত কুকুর, শেয়ালের ডাক অভিনয় শিক্ষা বাদ দিয়ে ঐ স্থানে, 'দেশের স্বার্থই বড় স্বার্থ, দেশই সবচেয়ে বড় আত্মীয়' ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়, নিশ্চয় এতে করে ক্ষতিকর কিছু হবে না এবং এ কাজটি খুব একটা কঠিনও নয়।

—সৈয়দ শহীদ